**বানৌজা ওসমান এর ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রদান অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

শনিবার, ১১ অক্টোবর ২০১৪, নেভাল বার্থ, চট্টগ্রাম

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ,

কূটনীতিকবৃন্দ,

সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে চার বছর নিয়োজিত থেকে দেশের জন্য অসামান্য সম্মান ও গৌরব বয়ে আনা জাহাজ, বানৌজা ওসমান এর ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আজ বাংলাদেশ নৌবাহিনী তাদের ক্রমাগত অগ্রযাত্রার আরেকটি ধাপে উন্নীত হলো। দিনটি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনীসহ গোটা জাতির জন্য অত্যন্ত গৌরবের।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এ জাহাজটি দীর্ঘ ২৫ বছর দেশে-বিদেশে যে অসামান্য অবদান রেখেছে তারই স্বীকৃতি স্বরূপ এ ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রদান করা হলো। আমি এ জাহাজটির অসামান্য কৃতিত্বের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল অফিসার ও নাবিককে অভিনন্দন জানাই।

সুধিবৃন্দ,

এই ঐতিহাসিক দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি ১৯৭৪ সালে বানৌজা ঈসাখানকে প্রথম ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অগ্রযাত্রার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

জাতির পিতা সমুদ্র পরিবেষ্টিত বাংলাদেশের জলসীমা এবং তার সম্পদ রক্ষার জন্য একটি আধুনিক নৌবাহিনী গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ভারত থেকে দুটি পেট্রোল ক্রাফট “পদ্মা ও পলাশ” নিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যাত্রা শুরু হয়।

জাতির পিতা ১৯৭৪ সালে নৌবাহিনীর ঘাঁটিসমূহ একযোগে কমিশন করেন। সেদিনের ভাষণে তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর Vision তুলে ধরে বলেছিলেন, “For Geo-Political need, a modern Navy will be built”।

এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের বিগত সরকারের সময় অত্যাধুনিক জাহাজ বানৌজা বঙ্গবন্ধু নৌবাহিনীতে সংযুক্ত হয়। যাকে আমি গত বছর ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রদান করি।

জাতির পিতার নির্দেশে ১৯৭৪ সালে প্রণীত প্রতিরক্ষা নীতির আলোকে আমাদের ১৯৯৬ সরকারের সময় নৌবাহিনীকে একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী বাহিনী হিসাবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেই। অবকাঠামো উন্নয়ন, যুদ্ধজাহাজ সংগ্রহ এবং বিদ্যমান জাহাজগুলোর অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধি করি। সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনীরও ব্যাপক সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করি।

আমরা ২০০৯ সালে সরকারে এসে সশস্ত্র বাহিনীর এই উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রাখি। তিন বাহিনীর সদস্যরা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসহ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অবদানের জন্য বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

সুধিমন্ডলী,

জাতির পিতা দেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে “দ্য টেরিটরিয়াল ওয়াটারস্ এন্ড মেরিটাইম জোন অ্যাক্ট” প্রণয়ন করেন। আমরা ২০০৯ এ সরকার গঠনের পর পরই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে বিরোধপূর্ণ সমুদ্র এলাকা নির্ধারণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করি। এরই ফলশ্রুতিতে, আমরা আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ের মাধ্যমে ২০১২ সালে মায়ানমারের সাথে এবং এ বছর ভারতের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করেছি।

বাংলাদেশের ভূ-খন্ডের প্রায় সমপরিমাণ সমুদ্র এলাকা এবং এর সম্পদের উপরে আমাদের দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সম্পদ আহরণসহ সমুদ্র এলাকার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে আমরা বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।

আমাদের রয়েছে ৭১০ কিলোমিটার উপকূলীয় এলাকা যেখানে প্রায় তিন কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবিকা নির্বাহের জন্য সমুদ্রের উপর নির্ভরশীল। বহির্বিশ্বের সাথে দেশের বাণিজ্যের ৯০ ভাগেরও বেশি সমুদ্রপথেই পরিচালিত হয়।

সম্পদ আহরণ ও নিরাপদ বাণিজ্য নিশ্চিতে সমুদ্র এলাকার অনুকূল পরিস্থিতি নিশ্চিত ও নিরাপত্তা বিধান অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে নৌবাহিনীকেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

সুধিবৃন্দ,

নৌবাহিনীকে একটি দক্ষ, আধুনিক ও ভারসাম্যপূর্ণ ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের সরকার স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যা ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। আমাদের সরকারের সময় মোট ১৬টি জাহাজ বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে সংযুক্ত হয়েছে। দুইটি হেলিকপ্টার ও দুইটি মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট সংযোজন করা হয়েছে।

নেভাল এভিয়েশান ও Unconventional Warfare এর জন্য স্পেশাল ফোর্স সোয়াডস্ কমিশন করা হয়েছে। একটি শক্তিশালী নৌবহর গঠনের লক্ষ্যে অত্যাধুনিক দুইটি করভেট চীনে নির্মাণাধীন রয়েছে। যা আগামী বছর নৌবহরে সংযোজিত হবে। দুইটি সাবমেরিনও আগামী বছরের মধ্যে নৌবাহিনীতে সংযোজিত হবে ইনশাআল্লাহ।

পটুয়াখালীর রাবনাবাদ এলাকায় সাবমেরিন বার্থিং ও এভিয়েশান সুবিধা সম্বলিত নৌবাহিনীর সর্ববৃহৎ নৌঘাঁটির কার্যপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

যুদ্ধবহর বৃদ্ধির পাশাপাশি আমরা নৌবাহিনীর নিজস্ব বিমান ঘাঁটিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বৃদ্ধির পদক্ষেপ নিয়েছি। সাবমেরিনের জন্য সাবমেরিন ঘাঁটি এবং অবকাঠামো গঠনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বঙ্গোপসাগরে বর্ধিত কর্মপরিধি এবং সমুদ্র সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কর্মকান্ড সম্পাদনে নৌবাহিনীতে চিফ হাইড্রোগ্রাফার এবং এ সংক্রান্ত সাংগঠনিক কাঠামো গঠনের বিষয়টি অনুমোদিত হয়েছে।

আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, নৌবাহিনী নিজস্ব অর্থায়নে খুলনা শিপইয়ার্ডে দুইটি কন্টেইনার শিপ তৈরি করছে। ইতোমধ্যে খুলনা শিপইয়ার্ড প্রথমবারের মত নৌবাহিনীর জন্য পাঁচটি পেট্রোল ক্রাফট্ তৈরী করেছে যা আমাদের নিজস্ব যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণের সক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় আরও বড় আকারের এবং শক্তিশালী দুইটি বড় পেট্রোল ক্রাফ্ট তৈরীও শুরু হয়েছে। এ ধরণের প্রকল্প বিদেশের উপর আমাদের নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনবে।

বিগত দিনগুলোতে দেশ গঠনমূলক কর্মকান্ডের আওতায় বনায়ন, আশ্রয়ণ, জাটকা নিধন, চোরাচালানরোধসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিভিন্ন জরুরী পরিস্থিতিতে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও বিশ্বশান্তি রক্ষায় নৌবাহিনীর সক্রিয় ভূমিকা রাখার জন্য এর প্রতিটি সদস্যকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করি, আপনারা উচ্চ কর্মদক্ষতা, শৃঙ্খলা ও Chain of Command বজায় রেখে পেশাগত উৎকর্ষ অর্জনের মাধ্যমে দেশে এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আমাদের নৌবাহিনীর মর্যাদাকে সর্বদা সমুন্নত রাখবেন।

প্রিয় অফিসার ও নাবিকবৃন্দ,

বিশাল এই সমুদ্র আপনাদের কর্মক্ষেত্র। লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে উত্তাল সমুদ্রে দিবারাত্রি কঠোর পরিশ্রম করেন।

আমি বিশ্বাস করি, নতুন উদ্দীপনা ও মনোবল নিয়ে দেশের বিশাল জলসীমা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা, সমুদ্র সম্পদের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আপনারা নিবিড়ভাবে দায়িত্ব পালন করে যাবেন। আমি মহান আল্লাহতায়ালার কাছে দোয়া করি, নৌবাহিনীর জাহাজগুলোকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে আপনাদের উপর ন্যস্ত এই বিশাল দায়িত্ব সফল ও নিরাপদভাবে পালন করতে সক্ষম হন।

পরিশেষে, আমি আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য নৌবাহিনী প্রধানকে ধন্যবাদ জানাই। সদ্য ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রাপ্ত জাহাজ বানৌজা ওসমানসহ নৌবহরের সকল জাহাজ ও বিমান নৌবাহিনীতে সুদীর্ঘকাল বলিষ্ঠ ও আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক। আপনাদের সবার ব্যক্তিগত, পেশাগত এবং সামগ্রিক জীবন আনন্দময় ও কল্যাণকর হোক -এ কামনা করছি।

সকলকে আবার ও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...